R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ. ৫০ শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ৭ই এপ্রিল ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ সডাক

কবিগুরুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালনের প্রাক মুহূর্তে মহকুমা শাসকের নিকট খোলা চিঠি

কবিগুরুর ১২৫তম জন্মদিনের প্রাক্ মুহূর্তে এই মহকুমার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের পক্ষ থেকে 'রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের' সভাপতি হিসাবে আপনাকে কতগুলি বিষয় জানাতে চাই। আগামী শুক্রবার মহাসমারোহে সারাদেশে (এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেও) রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

রবীন্দ্র চর্চাকে কেন্দ্র করে আমাদের নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে উজ্জীবিত ও বেগবান করার উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার 'রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন, গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ' সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ। 'রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের' গঠনতন্ত্রে যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধানত আছে : ১) রবীন্দ্র ভবনের একটি নিজস্ব ষ্টেজ ও প্রেক্ষাগার নির্মাণ। ২) রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণার জন্য রবীন্দ্র ভবনে একটি রিডিং রুম ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা। ৩) মহকুমার সর্বত্র সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও ললিতকলার অন্যান্য বিভাগে চর্চায় এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-চর্চার উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রভবনে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। ৪) মাঝে মাঝে বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক ও শিল্পীদের উপস্থিতিতে বক্তৃতা ও অন্যান্য উৎসবের আয়োজন করা এবং নৃত্য গীত, নাটক, সাহিত্য ও ললিতকলার বিভিন্ন দিক স্পর্শ করে নানারকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। ৫) রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত একাডেমির অনুমোদন লাভের চেষ্টা এবং অনুরূপ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতায় এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা। ৬) মহকুমার অন্যান্য জায়গায় উপযুক্ত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে অনুমোদন দান ও তাদের পৃষ্ঠপোষণা। ৭) এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও অভীষ্টের কথা মনে রেখে বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা। ৮) কোন রাজনৈতিক দল বা সংস্থার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না রেখে পুরোপুরি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করা।

জঙ্গিপুর 'রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন' গঠনের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। মহকুমাবাসী আজ জানতে চায় যে এসোসিয়েশন গঠনের পর তার ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনটা পূরণ হয়েছে এবং তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কার নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মণ্যতায় জন্য তা হয়নি। বছরের পর বছর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে রবীন্দ্র ভবন (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রশাসন সৎ হলে সরকারী লোকসান হতে পারে না

সাগরদীঘি : মৎস্য উৎপাদনকারী দামশ বিলে অরাজক অবস্থার ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা জলে যাচ্ছে। লাভবান হচ্ছে দুষ্কৃতকারীরা ও অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারকারী এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের অসাধু কিছু ক্যাডার। সাগরদীঘি থানা এলাকার দামশ বিল বহু প্রাচীন এক সুবৃহৎ বিল। এখানে মাছের উৎপাদন হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। জমিদারী অধিগ্রহণের পর এই বিল বন্দোবস্ত দিয়ে সরকার বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা রাজস্ব পেতেন। কিন্তু গোলমাল দেখা দিল গত ডিসেম্বর মাস থেকে। নীলাম ডাকে ডাককারী জনৈক মানুরুদ্দিন সেখকে জব্দ করতে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের কিছু মাস্তান জোর করে বিলে মাছ ধরতে শুরু করে। ইজারাদার সাগরদীঘি থানায় ডাইরী করেও কোন ফল পান না। পুলিশ প্রশাসন বরং মনিরুদ্দিনকে পরামর্শ দেন দখল ছেড়ে দিতে। গোলমাল (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা বেদখল ?

(১)

সাগরদীঘি : বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি নূতন শ্রেণী ঘর নির্মাণ করে দিতে এসে লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কাজ করতে পারলেন না। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ স্কুলেরই গভর্নিং বডির জনৈক সদস্য নাকি স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটি নিজের বলে দাবী করেন ও গৃহ নির্মাণে বাধা দেন। লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস জানান কোন বিতর্কিত স্থানে তাঁরা গৃহ নির্মাণ করতে অপারগ। ফলশ্রুতি প্রাইমারী স্কুলটির শ্রেণী ঘর আর হলো না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে প্রধান শিক্ষক জানান বর্তমানে গ্রাম প্রধান ও স্কুল কমিটির সম্পাদক স্কুলের পক্ষে ঐ সদস্যকে লিখিতভাবে জায়গাটি সাময়িকভাবে ভাড়া দেন। কিন্তু কথা ছিল তিনি স্কুলের প্রয়োজনে জায়গাটি ছেড়ে দেবেন। অন্যদিকে স্থানীয় ক্লাবের যুবকদের বক্তব্য ওসব বাজে কথা। সুকৌশলে ওঁরা তিনজনে যোগসাজস করে স্কুলের জায়গা বেদখল করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রধান শিক্ষক কাগজপত্র দেখাতে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

(২)

রঘুনাথগঞ্জ : হারুয়া অঞ্চলের অন্তর্গত জঙ্গিপুর চক্রের ৮নং কুসুমগাছি ফ্রীবোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্রদের পড়াশুনা ও খেলাধুলার পরিবর্তে দৈনিক হাট (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত-৫ আহত-৭

ধুলিয়ান : গত ২৩ এপ্রিল স্থানীয় ব্যবসায়ী শিশির দাসের ট্রাকের ধাক্কায় ৫ জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং ৭/৮ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ইঁট ভর্তি ট্রাকটি সাজুর মোড়ে ব্রেক ফেল করায় পথের পাশের একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকের চালক পলাতক।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই

"যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই" এ শ্লোগান আজ স্বাধীন ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মুখে মুখে। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের ভয়াবহ অবস্থা পৃথিবীর সকল মানুষকে আতঙ্ক-গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে কারণে পৃথিবীর উন্নতকামী সদ্য স্বাধীন দেশগুলি সেই ভয়াবহতা হইতে আত্ম রক্ষার্থে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একজোট হইতেছে।

বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার ও মহাকাশ যুদ্ধের সম্ভাবনা যেভাবে দেখা যাইতেছে, তাহাতে যদি যুদ্ধ হয়ই তবে এই গ্রহটি জীবহীন, বৃক্ষলতাহীন মহান্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। কিন্তু এই ভীতিতেই যদি আমরা বৃহৎ শক্তিবর্গের সকল অন্যায় মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যায় তবে যুদ্ধ না হইলেও আমাদের স্বাধীনসত্তা শূন্যে বিলীয়মান হইবে। সে কারণেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইলেও প্রয়োজনে অন্যায়ের, ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ যুদ্ধে পশ্চাৎ অপসরণ আমাদের কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। তাহার ফলশ্রুতি দুর্বল দেশগুলি সবল দেশগুলির আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। ভয়ে ভীত হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ আন্দোলন বা ন্যায় যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে না পারিলে এক ধরনের দাসত্বের রাজত্বই কায়েম হইবে।

স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধের সময় এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ও মানুষ যখন এখনও নির্যাতিত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লালায়িত, তখন এই মুহূর্ত্তে শান্তিবাদী ধ্যানধারণা কাপুরুষতা ক্লীবতা বলিয়াই গণ্য হইবে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে অন্যায় ও নিপীড়ন চলিতেছে তাহাকে দূর করিতে সচেষ্ট না হইয়া শান্তিবাদী হওয়া যে কোন প্রকারে যুদ্ধকে দূরে হটাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা জঘন্য অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত।

আমেরিকা তাহার ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে লিবিয়ার উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে, পশ্চিম এশিয়ার তৈল সম্পদ দখলে রাখিতে আরব দেশগুলিকে যুদ্ধের হুমকী ও বোমাবর্ষণে ভীত সন্ত্রস্ত রাখিতেছে। তাহাদেরই মদতপুষ্ট ইসরাইলকে দিয়া আরব রাষ্ট্রগুলিকে সকল সময় বিব্রত রাখিতেছে। তাহার প্রতিরোধে সোভিয়েট শক্তিও আফগানিস্থানে সেনা বসাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা ও রাশিয়া দুই পরাক্রমশালী রাষ্ট্রই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানারকমের ঘাঁটি তৈরী করিয়া যুদ্ধের হুমকী দিতেছে। ওদিকে বৃটিশ রাজশক্তি আমেরিকার সর্বপ্রকার ঔদ্ধত্য সমর্থন করিতেছেন। নিজেরাও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নির্যাতন চালাইয়া যাইতেছেন। এমতাবস্থায় আমরা কি শুধুমাত্র ক্লীবের মতো শান্তির বাণী আওড়াইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব? পৃথিবীর দুর্বল রাষ্ট্রগুলির করণীয় কি কিছুই নাই? আছে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে সেই পথের নীতি নির্দেশ শিখাইয়া গিয়াছেন। এরই নাম 'অহিংস সত্যাগ্রহ'। আমরা সংঘবদ্ধভাবে ঐসব বিদেশী অত্যাচারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাইতে পারি। পারি তাদের রপ্তানী দ্রব্যকে বর্জন করিতে। আমরা ক্লীবের মত 'যুদ্ধ নয় — শান্তি চাই' না বলিয়া, বলিতে চাই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অনীতির বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ চাই। সে যুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না। (পারমাণবিক অস্ত্র তো দূরের কথা)। এ যুদ্ধ অসহযোগিতার যুদ্ধ। যেসব রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর আপন শক্তিমত্তা প্রয়োগ করিবে, আমরা একযোগে তাহাদিগকে বর্জন করিব। অবশ্য এরজন্য চাই নীতিবোধের প্রতি মানসিক ভক্তি, মানবিকতার সাধনে নিজেকে দৃঢ় করিতে হইবে। তবেই সেই বিশাল শক্তির কাছে বিরাট শক্তিমান দেশগুলিও নত হইতে বাধ্য হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর সংবাদের ৭২ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় "মহকুমা শাসক কি রবীন্দ্র ভবনের দিকে নজর দিবেন" শিরোনামায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর এবং এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই প্রতিবেদনের সমর্থনে আরো কিছু বিষয় মহকুমাবাসীদের সামনে তুলে ধরছি।

১) যদি কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব বা পত্রিকা গোষ্ঠী বা সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ কোন অনুষ্ঠান মহকুমাবাসীকে উপহার দিতে চান তবে সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবার মত স্থান শহরে কোথায়? প্যাণ্ডেল তৈরী করে বিরাট একটা আর্থিক খরচের পাল্লায় পড়ে সেক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের খরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়। ফলে কোন শিল্পী আমন্ত্রণ করে এনে কোন অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছে উপহার দেওয়া বা জাতীয় কোন বিষয়ের উপর সেমিনার আলোচনা চক্র ইত্যাদি করা কার্য্যতঃ কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয়ে উঠে না।

২) রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরে ভাল নাটক মঞ্চস্থ করা একেবারে প্রায় উঠে গিয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কিছু হচ্ছে না একথা বলছি না, ধারাবাহিকভাবে কোন নাট্যগোষ্ঠী এই প্রয়াস চালাতে পারছেন না তার অন্যতম কারণ একটি সুন্দর মঞ্চের অভাব। আংশিক নির্মিত রবীন্দ্র ভবন সম্পূর্ণ হলে এ অভাব নিশ্চয়ই মিটে যাবে আশা করা যায়। তবে বহুবিধ বিষয় আছে যেগুলো অনুষ্ঠিত করার জন্য একটি জনগণের নিজস্ব মঞ্চ কিছু ভাড়ার বিনিময়ে পাবার ব্যবস্থা থাকলে জনগণের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়। প্রতিবেদনে মহকুমা শাসককে একটি সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ভাল কথা। আমার নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে রবীন্দ্র ভবন কমিটি যেটি আছে, যাঁরা ঐ কমিটিতে আছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আবেদন আপনারা যে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের শুভ সংকল্প ও উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্র ভবন কমিটি তৈরী করেছিলেন সেই কাজ সমাপ্ত করার পথে কোথায় বাধা, সেই বাধাগুলো দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে জনগণকে জানাবার দায়-দায়িত্ব কমিটির সদস্য হিসেবে আপনাদেরই নেওয়া উচিত। আপনারা নিজ উদ্যোগে একটি সভা ডাকুন। মাইক খরচ করে প্রচার করতে অসুবিধে হলে, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমেই জনগণের সামনে একটি সাধারণ সভার দিন স্থির করে সভা ডাকা যেতে পারে। কি আপনাদের অসুবিধে জনগণকে জানতে দিন। আমার বিশ্বাস আপনারা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাবেন। আর এরপরও আপনারা যদি চুপচাপ বসে থাকেন তাহলে আপনাদের সততা বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণ প্রশ্ন তুললে তাদেরকে নেহাৎ দোষ দিয়ে নিন্দুক বলা যাবে কি?

ইতি ভবদীয়—
মৃণালকান্তি ব্যানার্জী
এ্যাডভোকেট
জঙ্গিপুর কোর্ট

কিস্‌সা কুর্শিকা

দুর্ম্মুখ

নদী কিনারে ইস্ শহর কা
কাহানী শুনায়ে শুনো ভাই।
কুর্শিকা লিয়ে, পাঁচ বরষ সে
হুয়া কিত্‌না লড়াই॥
জনগণ নেতা বনকে পহেলী
আয়ে সবত্তি পুরসভামে।
(লেকিন) কুর্শিকা লিয়ে লড়াই
লাগ গয়ে
দক্ষিণ পন্থ আউর বামে॥
নো কোটাল লেকে বামী লোগোঁনে
কুর্শিকা স্বপন্ দেখা।
আঁধি উঠাতো ভাগ্‌গয়ে এক
নসীব বদল গিয়া উস্‌কা।
ওহি দেখ্‌কে আউর দোনো
দক্ষিণ সে হাত মিলায়ে।
সুরজ নারায়ণ সবকোই লেকে
কুর্শিকা দখল লিয়ে॥
কিত্‌না দেখো খেল্ চল্‌রহে
দোচার মাহিনা বাদনে।
আপনা সাথীকো লেঙ্গি মারকর
উহি ফেক্ দিয়া বাহারমে॥
বামকা নেতা কুর্শিসে বৈঠে
বনগয়ে নগরপতি।
সুরজ নারাণকা কিতনা কৃপা।
উহি সবকোই গতি॥
বহুৎ খুশ্‌সে বামী লোঁগনে
কুর্শিকা উপর বৈঠে।
"যুগ যুগ জিও সুরজ নারায়ণ"
মুহু ভর শ্লোগান দেতে॥

দোচার মাহিনা জোরদার রহে
নয়া প্রেমকা ডোর।
দোনো দোনোকো ছাতিমে বান্ধকে
ঘুমতা ফিরতা জোর॥

প্রেমকা বন্ধন আলগ হোগিয়া
সুরজ নারাণ বিগড় গয়ে।
বামীকো লেকে গর্দ্দান পাকাড়কে
বাহারসে নিকাল দিয়ে॥
পহেলী প্রেমিককো লেকে বসায়ে
ফিন্ উহি কুর্শি পর।
আপনে রিং মাষ্টার বনায়ে
সবকো বনায়ে নফর॥

প্রেম তরঙ্গ সে দিনান্ করকে
উহি পহেলীকা বেমারী হুয়া।
'কিং মেকার' কো আশ না মিটতা
উহি পহেলী মর্ গয়া॥
সুরজ নারায়ণ পরমেশ্বর কা
টেংরি পর মাঙ্গে ভিখ।
উসিকে লেকে বৈঠায়ে কুর্শিপে
করলিয়া আপনা ঠিক॥

লেকিন বৈতরণীকা দখল লেকে
বিগড় গয়ে রাজারামনে।
উহি দোনোকে উতারকে লিয়ে
সাথী করলিয়ে বামনে॥
খেল্ চল্‌রহে আচ্ছি অবর
লেকিন সবকোই চমক লাগায়ে।
নির্বাচন কা ফরমান জারি হুয়া
হিসাব গরমিল হোগয়ে॥
লাল, নীল ছোড়কে সুরজ নারায়ণ
হোগয়ে ত্রিরঙ্গাধারী।
নির্বাচনকা ফরমান আয়াতো
শুরু খেল চমৎকারী॥
ইতনা নেতা হ্যায় এহি শহরমে
কভি নেহি কোন জান্‌তা।
ঘর ঘরমে গলি গলিমে
জাগ্ উঠা আম-জন্‌তা॥
'কুর্শিকা' লীলা দেখো কিতনা
কিতনা হ্যায় মনোহারী।
ভালা, মন্দ, খুনী, ডাকাইত
বাটপার বনে হিতকারী॥
"মুঝে ভোট দেও" শ্লোগান দেকে
ইধার ওধার সব লোটে।
লোভ দেখাতে, ডর দেখাতে
গহীন আঁধিয়ার রাতে॥
ভোটার কা পাশ আকে কহতা
মৈ সেবক হ্যায় তুম্‌হারী।
"কুর্সিকা কিস্‌সা" কিত্‌না শুনায়েঙ্গে
উহি হ্যায় বড়ি চমৎকারী॥

লিবিয়ায় মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে সভা

ধুলিয়ান : গত ২৪ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় শাখার পরিচালনায় লিবিয়ায় মার্কিনী আক্রমণের প্রতিবাদে এক ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের শাখা সম্পাদক আবদুস সামাদ। সমাবেশে যোগদানকারী প্রায় পাঁচশত শ্রমিকের উদ্দেশ্যে শ্রীসামাদ মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাতে মার্কিনী আগ্রাসন নীতির বিশ্লেষণ করেন। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তিনি গণতন্ত্রকামী, শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষকে হোয়াইট হাউসের এই জঘন্য কাজের নিন্দা করতে আহ্বান জানান।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

আগুনে পুড়ে ভাইবোনের মৃত্যু

ধুলিয়ান : গত ২৩ এপ্রিল সমসেরগঞ্জ থানার হাবিলদারের ১৮ বছর বয়সের তরুণী কন্যা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ঘটনার সময় হাবিলদার অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বোনকে রক্ষা করতে গেলে তার গায়েও আগুন লাগে। সেই আগুনে বোনের সঙ্গে ভাইও মারা যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাবার সঙ্গে মেয়ের সামান্য বচসা থেকেই এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

আহিরণে একটি চালু চিমনি ভাটা বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন—
নিবারণ ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বসত জমি বিক্রি ও ঘর ভাড়া
মিঞাপুরের পাশে বাণীপুরে পিচ রাস্তার লাগোয়া উঁচু জমি বাড়ি বা কারখানা গড়ার জন্য সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। এবং রঘুনাথগঞ্জ বাজার যাওয়ার রাস্তায় দোকান করার জন্য দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ—জেরক্স ঘর রঘুনাথগঞ্জ।

"মৌজা মির্জাপুর, খতিয়ান নং ২৮৩, দাগ নং ১৪১৬, পরিমাণ ৫ (পাঁচ) শতক বাস্তু ভিটা মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের সন্নিকটে এবং গ্রামের মধ্যস্থলে বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিকে মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার মনিয়া মহাশয়ের সহিত এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিতে আহ্বান জানানো হইতেছে"

আজ ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৮৬র পয়লা মে শনিবার ধনবাদী সভ্যতাকে অবারিত শোষণের প্রতিবাদে এবং আট ঘণ্টার বেশী ফ্যাক্টরীতে না খাটার দাবীতে শিকাগোর ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেন আর মিছিলে যোগ দেন অযুত শ্রমিক। ধর্মঘট ভাঙ্গা দালাল দিয়ে মাকর্ণিক ফ্যাক্টরি চালু রাখার চেষ্টায় বাধা দিলে ৩মে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা যান। ৪মে হে মার্কেটের প্রতিবাদ সভায় প্রায় মধ্য রাতের চোরা আক্রমণে একজন শ্রমিক মারা যান পুলিশের গুলিতে। আর নিহত হন পুলিশ অফিসার দেগান। শহরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জনসভা। সিটি কাউন্সিল হুকুম জারী করে শিকাগো পথঘাট থেকে লাল রঙ বা শ্রমিক আন্দোলনের রঙ পুরোপুরি মুছে দিতে। শহর জুড়ে পুলিশি ধরপাকড়ের তাণ্ডব। দেগানের হত্যাকারী হিসেবে বেছে নেওয়া হল ৮ জন শ্রমিক নেতাকে। চারজনকে ঝোলানো হয় ফাঁসিকাঠে। দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একজনের পনের বছরের জেল। একজন ফাঁসির আগের দিন আত্মহত্যা করেন পুলিশি অত্যাচারে। এমন উলঙ্গ বর্বরতাকেও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না পৃথিবীর কোন দেশেই। নিছক উৎপাদক শক্তি থেকে তার উত্তরণ ঘটলো জাতির ভাগ্য নির্ধারকে। আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে দেশে শ্রমিকরাজ। সমগ্র জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগ মানুষ বাস করেন সমাজতন্ত্রে।

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী অভিনন্দন

পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে যতখানি সচেতন, নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও জীবন যাপনের মানোন্নয়নে ততখানিই বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্ধকারে রেখে দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও এসোসিয়েশনের সব চাবিকাঠি থেকে গিয়েছে। তাঁরা কোন সময়েই বৃহত্তর জনসাধারণ বা স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেননি। জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চান তাঁদের সদস্য-তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করেননি। এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে আছে যে নির্বাচিত কমিটির কার্যকাল তিন বছর হবে এবং প্রতি বছর নিয়মিত চাঁদা না দিলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। সে হিসাবে শেষ নির্বাচিত কমিটি ও তার সদস্য ও কর্মকর্তাদের কার্যকাল অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁরা আর বর্তমানে সদস্য নন।

প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার গভর্নিং বডির সভা ডাকার কথা, প্রতি বছর এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ডাকার কথা, আয় ব্যয়ের নিয়মিত হিসাব রাখা এবং সেই হিসাব অডিট করিয়ে সাধারণ সভায় পেশ করার কথা, সদস্যদের তালিকার রেজিষ্টার রাখার কথা। আমরা যতদূর জানি এ-সব কিছুই করা হয়নি। রবীন্দ্রভবন নির্মাণের কর্মকাণ্ড ২।১ জন কর্মকর্তা (যাঁরা গঠনতন্ত্র অনুসারে বহু আগে বাতিল হয়ে গিয়েছেন) ঢিমে তালে চালিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় পত্রিকায় এই নির্মাণ প্রচেষ্টার নানা রকম গলদ ও অসঙ্গতি নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। বস্তুতঃ বৎসরান্তে ২৫শে বৈশাখে নমো নমঃ করে একবার যাকে তাকে ধরে একটা দায় সারা অনুষ্ঠান করা ছাড়া রবীন্দ্র এসোসিয়েশন এতদিন কিছুই করার চেষ্টা করেনি। অথচ সরকারের এই শুভ উদ্যোগ ও মহৎ প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে রূপায়িত করতে পারলে জঙ্গিপুরের সাংস্কৃতিক জীবনে জোয়ার আনা যেতে পারে। জঙ্গিপুরে কোন পাবলিক হল নাই। সাধারণ পাঠাগারে গবেষণামূলক বই ও পত্র পত্রিকার অভাব। যুবসমাজকে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে টেনে আনার কোন প্রচেষ্টাও এখানে নাই। সীমান্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক জীবনের নানা পঙ্কিলতা ও অপ-সংস্কৃতির বেড়াজাল স্থানীয় যুবসমাজকে ঘিরে ধরেছে। রবীন্দ্র এসোসিয়েশনকে সক্রিয় করতে পারলে এই মহকুমার সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক জীবনকে একটা সুস্থ খাতে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এজন্য বলিষ্ঠ যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন যাঁরা রাজনৈতিক দলবাজি বা টানাপোড়েনের বাইরে থেকে এই এসোসিয়েশনের কর্ম প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

আপনার কাছে আমাদের আবেদন—স্থানীয় শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, সংস্কৃতিকর্মী ও সংস্কৃতিপ্রেমী অন্যান্য মানুষদের আপনি একটি সভায় ডেকে সব কিছু আলোচনা করে রবীন্দ্র এসোসিয়েশনের একটি নতুন শক্তিশালী কমিটি গড়ে দিন। নতুন করে কাজ শুরু হোক। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেই হবে কবিগুরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের প্রাক্‌মুহূর্ত্ত মহকুমাবাসীর কবিপ্রণাম।

—শ্রীবরুণ রায়

প্রশাসন সৎ হলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়তে থাকায় বিলটি আবার সরকারী দখলে আনা হয়। সরকারী দখলে বিলটিকে আনা হলেও, মাছ ধরা বা বিক্রির কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত আজও করা হয়নি। প্রতি রাতে দুষ্কৃতকারী ও পার্টি ক্যাডারদের যোগসাজসে প্রচুর মাছ প্রকাশ্যেই আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ ও সাগরদীঘি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে মুনাফা লুটছে দুষ্কৃতকারীরা। সরকারী ক্ষতির পরিমাণ বছরে এক লক্ষ টাকার মত। কিন্তু জেলা প্রশাসন সব জেনেও চুপচাপ। সরকারীভাবে এর কোন প্রতিকারের চেষ্টা না হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ।

জায়গা বেদখল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাঙ্গণে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে গত ১৮ জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ-এর সভাপতি ও জঙ্গিপুর চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক বরাবরে গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারক-লিপি দেওয়া হলে ১৭ ফেব্রুয়ারী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তদন্ত করার জন্য গ্রামে আসেন এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জুয়ার মেলা, হাট, একটা ধান ভাঙ্গা মিল ও কতকগুলি স্থায়ী দোকান-পাট সাত্যই দেখতে পান। এভাবে পর পর তিনবার তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে যান এবং 'হয় একটা করছি' গোছের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও বিদ্যালয়ের জায়গা বেদখল হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীরা সত্বর এর সুরাহা চান।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * খোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে

এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।